৪৫

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

দৈনিক খবর

তারিখ 12 AUG 1989
পৃষ্ঠা 1 কলাম 5

# অধ্যাপক মান্নান চৌধুরীর নিয়োগাদেশ স্থগিত

।।স্টাফ রিপোর্টার।।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক আবদুল মান্নান চৌধুরীর নিয়োগাদেশ স্থগিত এবং কর্মরত চেয়ারম্যানকে দায়িত্বপালন অব্যাহত রাখার নির্দেশ দিয়েছেন।

দেশের আরো অভিজ্ঞ আইন বিশারদদের মতামত গ্রহণ করে সিন্ডিকেটের মাধ্যমে এ ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের আহবান দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের এক বিজ্ঞপ্তিতে জানান হয়, অধ্যাপক মান্নান চৌধুরীর নিয়োগাদেশ বেআইনী ও বিধি বহির্ভূত নয়। প্রকৃতপক্ষে ব্যবস্থাপনা বিভাগের চেয়ারম্যান নিয়োগের তারিখ ছিল গত ১০ই জুলাই।

অধ্যাপক মঈনুল ইসলাম ও অধ্যাপক আবদুল মান্নান চৌধুরী এদের মধ্যে কে সিনিয়র তা উল্লেখিত তারিখের অব্যাবহিত পূর্বে নির্ধারণ করা সম্ভব হয়নি এবং কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে আইনজ্ঞের পরামর্শ গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয়। এ ক্ষেত্রে উপাচার্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

৭-এর পাতায় দেখুন

## অধ্যাপক মান্নান

প্রথম পৃষ্ঠার পর

আদেশ ১৯৭৩-এর ১ম স্ট্যাটিউটস-এর ৩৬ ধারার ব্যাখ্যায় বর্ণিত সিনিয়রিটি নির্ধারণের বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগ করেননি। তিনি গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে এ বিষয়ে আইনগত পরামর্শ নেয়ার সিদ্ধান্ত নেন এবং আইনজ্ঞের দেয়া সিদ্ধান্তের ভিত্তিতেই তিনি অধ্যাপক আবদুল মান্নান চৌধুরীকে বিভাগীয় চেয়ারম্যান নিয়োগের নির্দেশ প্রদান করেন।

বলা হয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১ম সংবিধির ৩৬ ধারা অনুযায়ী বিভাগীয় অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপক ও সহকারী অধ্যাপকদের মধ্য হতে সিনিয়রিটির ক্রম অনুসারে উপাচার্য ৩ বছরের মেয়াদে একজনকে চেয়ারম্যান নিয়োগ করে থাকেন। সিনিয়রিটি সম্পর্কে কোন বিতর্ক উত্থাপিত হলে উপাচার্যের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে বলে এই ধারায় উল্লেখিত আছে। সিনিয়রিটি নির্ধারণের পদ্ধতি সম্পর্কে বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেটও ১৯৮৭ সালের ২১শে এপ্রিল একটি নীতিমালা প্রণয়ন করেছে। তবে এ নীতিমালার আইনগত মর্যাদা উপরোক্ত সংবিধির বিধানের সমকক্ষ নয়।

ডঃ মইনুল ইসলামের চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা বিভাগের একটি স্থায়ী পদে 'লিয়েন' রাখা সংক্রান্ত ও কিছু আর্থিক দায় সংক্রান্ত যে তথ্য তাঁর ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকরি থেকে রিলিজ ও লিয়েন সংক্রান্ত গত ২৫শে ফেব্রুয়ারী চিঠিতে উল্লেখ করেছে সে বিষয়ে নির্বাচনী কমিটি ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেট যথাসময়ে অবহিত থাকলে তাকে স্থায়ী পদে অপেক্ষাধীন রাখার প্রশ্নই উঠতো না— উল্লেখ করে বলা হয়, এক স্থানে স্থায়ী পদে লিয়েন রেখে অপর স্থানে স্থায়ী পদে নিয়োগ লাভ সাধারণভাবে চাকরি সংক্রান্ত প্রচলিত বিধির সম্পূর্ণ পরিপন্থী। অধ্যাপক মইনুল ইসলামকে লিয়েন সংক্রান্ত কাগজপত্র দাখিল করার লিখিত অনুরোধ সত্ত্বেও তিনি অদ্যাবধি কোন কাগজ দাখিল করেননি।

এমতাবস্থায় অধ্যাপক মইনুল ইসলাম কর্তৃক তাঁর আবেদনপত্রে অসম্পূর্ণ তথ্য প্রদান বস্তুতঃ তথ্য গোপনের শামিল এবং বিষয়টি বিশ্ববিদ্যালয়ের যথাযথ বডি দ্বারা পর্যালোচনা হওয়া প্রয়োজন। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় হতে সংগৃহীত কাগজপত্রে দেখা যায় যে, ডঃ মইনুল ইসলাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদানের তারিখ হতে দেড় বছর লিয়েন পেয়েছেন যা আগামী ৩১শে আগস্ট শেষ হবে; অর্থাৎ অদ্যাবধি ডঃ মইনুল ইসলাম চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা বিভাগের স্থায়ী অধ্যাপক পদে লিয়েন বিদ্যমান রেখেছেন।